অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থায় শিক্ষা কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

প্রতিনিধি, কালীগঞ্জড (গাজীপুর)

গাজীপুরের কালীগঞ্জে ব্রাহ্মণগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুনের অনিয়ম-দূর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার লাঞ্ছিতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার দুপুরে লাঞ্ছিত শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহমেদ সাংবাদিকদের অভিযোগ করেন।

জানা গেছে, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামীম আহমেদ ব্রাহ্মণগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে যান। এ সময় ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখেন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি শিক্ষা অফিসারের উপর চড়াও হন এবং মারতে উদ্যত হন। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই স্কুলের দুই সহকারী শিক্ষক এগিয়ে আসেন। পরে তিনি পরিদর্শন বইতে ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্বাক্ষর করে চলে আসেন। কিন্তু ওই প্রধান শিক্ষক উল্টো তার বিরুদ্ধে ইউএনও স্যারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন।

কালীগঞ্জ

উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানান, ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনেক অনিয়ম ও দূর্নীতির অভিযোগের কথা জানতে পেরেই ওই স্কুল পরিদর্শণে যান। প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুন একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েও তিনি উপজেলার জামালপুর গ্রামে ইকরা ইসলামীয়া একাডেমী নামের একটি মাদ্রাসা, চুপাইর গ্রামে লিটল স্টার নামের একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুল, দোলান বাজারে একটি মোবাইল ফেনের দোকান পরিচালনা করেন। পাশাপাশি তিনি গ্রামীন ফোনের স্থানীয় এজেন্ড। আর এত কিছুর প্রমান পাওয়া পর তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া খবর শুনে ওই শিক্ষক স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতেছে বলে জানান তিনি। তিনি আরো জানান, বিগত সরকারের আমলে নিজেকে সরকার দলীয় লোক পরিচয় দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

তাছাড়া জাহানারা বেগম নামের তৎকালীন এক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে ওই প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুনের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছেন। আর ওই সব অভিযোগ তদন্ত করতেই ওই শিক্ষকের মাথা নষ্ট হয়ে যায়। একজন শিক্ষা কর্মকর্তা কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের গায়ে হাত তুলবে এটা তো প্রশ্নই আসে না। কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে অফিসিয়ালি ব্যবস্থা নিলেই হয়।

প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কথা অস্বীকার করে বলেন,, যে প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো আমার না। সেগুলো আমার পারিবারিক প্রতিষ্ঠান।